SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Department of Philosophy

Subject- Applied Ethics

পাঠ পর্যালোচনা - আত্মহত্যা

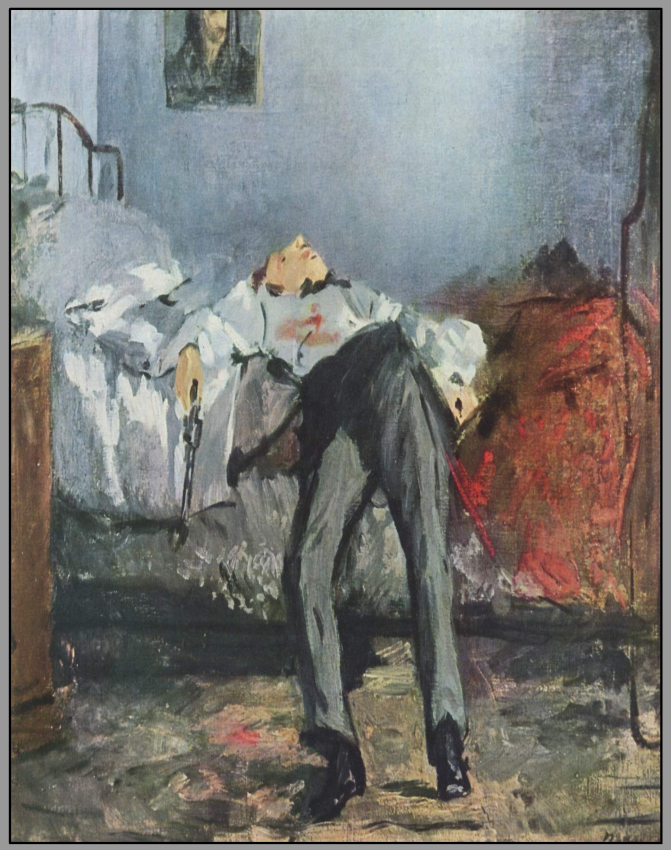

Powerpoint Presentation

BY

Mousumi Mandal

(State Aided College Teacher)

আত্মহত্যা কি?

আত্মহত্যা বা আত্মহনন (ইংরেজি: Suicide) হচ্ছে একজন নর কিংবা নারী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ। ল্যাটিন ভাষায় সুই সেইডেয়ার থেকে আত্মহত্যা শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে হত্যা করা। যখন কেউ আত্মহত্যা করেন, তখন জনগণ এ প্রক্রিয়াকে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার করে। ডাক্তার বা চিকিৎসকগণ আত্মহত্যার চেষ্টা করাকে মানসিক অবসাদজনিত গুরুতর উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। ইতোমধ্যেই বিশ্বের অনেক দেশেই আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে এক ধরনের অপরাধরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক ধর্মেই আত্মহত্যাকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যিনি নিজেই নিজের জীবন প্রাণ বিনাশ করেন, তিনি - আত্মঘাতক, আত্মঘাতী বা আত্মঘাতিকা, আত্মঘাতিনীরূপে সমাজে পরিচিত হন।

এমিল ডুর্খেইমের মতে আত্মহত্যা

এমিল ডুর্খেইমের মতে, আত্মহত্যা একটি সামাজিক ঘটনা। তিনি সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক সচেতনতার সঙ্গে আত্মহত্যা সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি আত্মহত্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তার ঝঁরপরফব গ্রন্থে আত্মহত্যার জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক কারণসমূহকে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে সামাজিক কারণসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। তিনি আত্মহত্যাকে সামাজিক সংহতির সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। তিনি মূলত অন্যের যুক্তি খণ্ডন করেন তারপর আলোচ্য বিষয়ে নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মহত্যাকে শ্রমবিভাজনের নেতিবাচক দিক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন যা সামাজিক সংহতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে?

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া যাক। আত্মহত্যার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, যৌতুকের কারনে ঝগড়া বিবাদ।
২. পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে মনোমালিন্য,
৩. পরীক্ষায় ব্যর্থতা
৪. দীর্ঘস্থায়ী রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া
৫. প্রেম-বিরহ
৬. ব্যবসায়ে বারে বারে ব্যর্থ হওয়া
৭. শত্রুর কাছে ধরা না দেয়া ইত্যাদি।
মানসিক আশান্তির কারনে।

যখন জ্ঞান-বুদ্ধি-উপলব্ধি-অনুধাবন শক্তি লোপ পায়, নিজকে অসহায়-ভরসাহীন মনে হয়, তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে বসে।

এমিল ডুর্খেইমের মতে আত্মহত্যা কয় প্রকার

(১)আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা(Egoistic Suicide)

(২)পরার্থপর আত্মহত্যা (Altruistic Suicide)

(৩)নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা(Anomic Suicide)

আত্মহত্যার নৈতিক ও অনৈতিক দিক

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ আত্মহত্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে আত্মহত্যাকে নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ কেউ আত্মহত্যাকে বিধাতার নির্দেশ বলে মনে করতেন। আবার কেউ কেউ এই মতের বিরোধিতা করেছেন। সাধারণত নৈতিক অপরাধ বলেই আত্মহত্যার বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশ আত্মহত্যাকে অনৈতিক অপরাধ বলে স্বীকার করে না। সাধারণত একে নৈতিক অপরাধ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং আত্মহত্যা যে একটি নৈতিক অপরাধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আত্মহত্যার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত

স্বেচ্ছামৃত্যু বা আত্মহত্যা গ্রহণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে দুটি মতাদর্শ গড়ে উঠেছে। এক শ্রেণীর মানুষ মনে করেন, স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণযোগ্য। কেননা এতে কষ্টের লাঘব হয়। পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর মানুষ মনে করেন স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মানুষের জন্ম বার বার হয় না। সুতরাং জীবনকে হত্যা করা ঠিক নয়। বর্তমান কালে পৃথিবীর সর্বত্র এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। এখনও বেশিরভাগ মানুষ স্বেচ্ছামৃত্যুর বিপক্ষেই মতামত দিয়েছে। এজন্য আমিও মনে করি স্বেচ্ছামৃত্যু বা আত্মহত্যা গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ এর বিপক্ষেই অভিমত রয়েছে।

তথ্য ঋণ স্বীকার

https://www.helpnbuexam.in/2023/03/attyo-hottya-kake-bole-philosophy.html

https://www.dhakatimes24.com/2022/02/14/250216

THANK YOU